১৮৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...01 NOV 1998

পৃঃ ৬ কলাম ৪

প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ লাখ শিক্ষার্থী ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা ॥ শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী বরাদ্দ অনুমোদন হয়নি

আহমেদ দীপু

সিদ্ধান্তহীনতার কারণে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতাধীন প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাস পার হলেও শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর বরাদ্দ অনুমোদন হয়নি। ফলে স্কুলগুলোতে খাদ্য বিতরণ ব্যাহত হওয়ায় এ আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে।

বিআইডিএস শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীতে খাদ্যের পরিবর্তে টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করেছে অনেক আগে। শিক্ষকদের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ করায় শিক্ষার মানের উন্নতি হচ্ছে না— এ কারণে তাদের হাত থেকে বিতরণ ব্যবস্থা সরিয়ে নেয়ার চিন্তা-ভাবনা ছিল সেটাও বাস্তবায়িত হচ্ছে না। শিক্ষকদের কাছ থেকে দায়িত্ব ডিলারদের হাতে দেয়ার বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। কিন্তু গত চার মাসে কিছুই চূড়ান্ত করা হয়নি। মাঝ থেকে নিয়মিত বার্ষিক বরাদ্দের অনুমোদনের কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে।

দেশে প্রায় ৫৬ হাজার প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৪ লাখ ১২ হাজারের বেশি। এদের অধিকাংশই শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু হওয়ার পর স্কুলে ভর্তি হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ কর্মসূচীর জন্য এখন পর্যন্ত বরাদ্দ না দেয়ায় প্রতিটি স্কুলে নিয়মিতভাবে খাদ্য সরবরাহ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এতে মাসের বরাদ্দ ছাত্রছাত্রী প্রতি ১৫ কেজি চাল না পেয়ে শিক্ষার্থীরা হতাশ হয়ে পড়ছে। ইতোমধ্যেই অনেক স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এসব শিক্ষার্থী উপার্জনের বিকল্প পথ বেছে নেয়ার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে মাঠের কাজের দিকে ঝুঁকছে। কিন্তু সেখানেও তেমন চাহিদা না থাকায় তারা বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মোট কথা তাদের স্কুলে যাওয়ার অভ্যাস এবং যা শিখানো হয়েছিল তা ভুলে যাচ্ছে। সেদিক থেকে গত কয়েক বছর তাদের পিছনে ব্যয় করা খাদ্যশস্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।

এই কর্মসূচীতে প্রতিবছর নতুনভাবে বার্ষিক বরাদ্দ

(২- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(১-এর পাতার পর)

প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০

অনুমোদন দেয়া হয়। গত অর্থবছরের দেয়া বরাদ্দ জুন '৯৮তে শেষ হয়ে গেছে। এ বছরের শুরুতেই নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু বন্যার কারণে যথাসময়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়া কিছু সিদ্ধান্তের জন্যও অপেক্ষা করতে হয়েছে। গুদাম থেকে খাদ্য ওঠানো এবং বিতরণ কাজের সাথে শিক্ষকদের জড়িত করায় শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে। কারণ একজন শিক্ষককে প্রায় সারা মাস এ কাজের সাথেই থাকতে হয়।

ফলে তার পক্ষে নিয়মিতভাবে ক্লাস নেয়া বা শিক্ষার্থীদের প্রতি মনোযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এতে অন্য যে তিন বা চারজন শিক্ষক থাকছেন তাঁদের ওপর চাপ বাড়ছে। অতিরিক্ত চাপের কারণে তাঁরাও সমানভাবে মনোযোগ দিতে পারছেন না। এসব দিক বিবেচনা করে বিকল্প কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম ছিল খাদ্যের পরিবর্তে ব্যাংকের মাধ্যমে নগদ টাকা বিতরণ। এজন্য থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে রিপোর্টও চাওয়া হয়েছিল। তাঁরাও ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা বিতরণের পক্ষে মত দিয়েছেন। বিআইডিএসও তাদের সুপারিশে নগদ টাকা বিতরণের পক্ষে মত দিয়েছিল। এর পর দ্বিতীয় বিকল্প হিসাবে ডিলারদের মাধ্যমে স্কুলে খাদ্যশস্য বিতরণের চিন্তাও করা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন বিষয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধতন কর্মকর্তার সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বলেন, এ বছরের বরাদ্দের জন্য প্রকল্পপত্র তৈরি করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই 'একনেক' বৈঠকের মাধ্যমে এর অনুমোদন দেয়া হবে। খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া এবং শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন।